দামুড়হুদায় পুলিশের অভিযানে ৭টি ককটেল সহ ৫জন গ্রেফতার

দামুড়হুদায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে নাশকতা করার চেষ্টাকালে ৭টা ককটেল বোমা সহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার দিনগত গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে দামুড়হুদা উপজেলা সদর ইউনিয়ন পরিষদের ফুটবল মাঠ থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার শওকত আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম টুটুল (৩৮), মুন্সিপুর গ্রামের কুতুবউদ্দিন এর ছেলে তরিকুল ইসলাম (৩৮), পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের আক্কাচ মন্ডলের ছেলে আব্দুল হান্নান (৫৫), বিষ্ণুপুর গ্রামের জবেদ আলী মন্ডলের ছেলে মজিবুল হক (৫২), জয়রামপুর বাগান পাড়ার মৃত আইজ উদ্দিন এর ছেলে আব্দুল মালেক (৪০)।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, বৃহস্পতিবার দিনগত গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই সোয়াদ বিন মোবারক, এসআই মিজানুর রহমান, এসআই আসাদুজ্জামান, এসআই মনজুরুল হক, এসআই তাপস কুমার রায়, এএসআই দিরাজ আলী, এএসআই শেখ আবু হানিফ, এএসআই আব্দুল্লাহ আল মামুন, এএসআই আলমগীরসহ সঙ্গীও ফোর্স নিয়ে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ফুটবল খেলার মাঠে কিছু দুষ্কৃতকারী সরকার বিরোধী কর্মকান্ড করার লক্ষে তাহাদের হেফাজতে বিস্ফোরকদ্রব্য বোমা রাখিয়া জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে অবস্থান করিতেছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের কাছে একটি ব্যাগের মধ্যে থেকে ৭টি ককটেল বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও ১৫ টি বাসের লাটিসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আরও ২০ থেকে ২৫ জন পালিয়ে যাই। তাদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ একজন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৮ বোতল ফেনসিডিলসহ একজনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাগেছে আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দর্শনা থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) এস এম আমানউল্লাহ এর নেতৃত্বে অভিযান চালায় ছয়ঘরিয়া গ্রামে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই তাইফুজ্জামান, এ এস আই সানোয়ার হোসেন, সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান চালায় পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে।

এ পুলিশ পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামের মাহবুল বিশ্বাস
(৬২) কে তার দেহ তল্লাশি করে ১৮ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করে।সে মদনা গ্রামের মৃত্য কায়দার আলীর ছেলে।

আজ তাকে পুলিশ বাদি হয়ে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

মুজিবনগরে ২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামিসহ ৩জন গ্রেফতার

মুজিবনগরে ২ বছরের সাজা প্রাপ্ত পলাতক আসামী সহ ৩জন ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে থানা পুলিশ।

গত বৃস্পতিবার রাত্রে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদি রাসেল এর নেতৃত্বে মুজিবনগর থানার এসআই উত্তম কুমার, এসআই আল নোমান, এসআই আরিফ, এএসআই আব্দুর রাজ্জাক সহ সঙ্গীয় ফোর্স অভিযান চালিয়ে উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের জামিরুল ইসলামের ছেলে

দুই বছরের সাজা প্রাপ্ত ওয়ারেন্ট ভুক্ত পালাতক আসামি কারিবুল ইসলাম (৩৫) এবং ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের মৃত বদরুদ্দিনের ছেলে আলাল উদ্দিন(৫৫), জালাল উদ্দিনের স্ত্রী শিরিনা খাতুন এবং আনন্দবাস গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে তৌফিক ইসলাম (২০) কে গ্রেপ্তার করে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের প্রয়োজনীয় পুলিশ প্রহরার মাধ্যমে শুক্রবার বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় জামায়াতের ৩ কর্মী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় নাশকতা মামলায় জামায়াতের ৩ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

আটকৃত ব্যাক্তিরা হলেন উপজেলার খেজুরতলা গ্রামের হেলাল উদ্দিনের ছেলে মাসুদ রানা (২৬), রেজাউল করিমের ছেলে বিপ্লব আলী (২৫) ও ঠান্ডু রহমানের ছেলে আশরাফুল ইসলাম (২৬)।

এ জাহার সূত্রে জানাযায়, গত ১৪ ডিসেম্বর রাতে সরকারি স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা সহ নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা অবস্থান করছিলো। এসময় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানাপুলিশ একজনকে গ্রেফতার করে। এঘটনায় অজ্ঞাত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পুলিশ।

ওই ঘটনায় গতকাল সোমবার রাতে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে জামায়াতের ৩ কর্মীকে গ্রেফতার করে। আজ মঙ্গলবার নাশকতা মামলায় তাদের জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় চোরাই মোটরসাইকেল সহ গ্রেফতার -২

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ কর্তৃক বিশেষ অভিযানে ০১ (এক) টি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার সহ সংঘবদ্ধ চোর চক্রের ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের সার্বিক দিকনির্দেশনায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান এর তত্ত্বাবধানে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবুব রহমানের নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) মোঃ হাসানুজ্জামান সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার চুয়াডাঙ্গা সদর থানার মামলা নং- ০১, তারিখ ০২.১২.২০২২ ইং এজাহার নামীয় পলাতক আসামী হাজরাটি তেতুলতলা পাড়ার মোঃ সাইদুর রহমানের ছেলে মোঃ সিরাজুল ইসলাম (৪০), এবং সন্দিগ্ধ আসামী জাফরপুর পাওয়ার হাউজপাড়ার মোঃ শামসুল হকের ছেলে মোঃ হিরন (২৮) গ্রেফতার করে পুলিশ।

এসময় তাদের কাছ থেকে একটি HANk চোরাই মোটরসাইকেল যার ইঞ্জিন নং-KC13EFKGC00853 এবং চ্যাসিস নং-PS1KCS236kJE00297 উদ্ধার করেন।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৭ আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল বুধবার সন্ধা থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোররাত পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছেন।

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন করমদি গ্রামের আব্দুল

খালেকের ছেলে শওকত আলী মামলা নং ২৭৮/২২।

সিআর মামলায় একজন মহিলাসহ ৪ জন আসামি এরা হলেন হেমায়েতপুর বাজার পাড়ার জহুরুল ইসলামের স্ত্রী মোছা: তহুরা খাতুন মামলা নং ৫২৪/২২,গাড়াডোব গ্রামের তাজের আলীর ছেলে মো: কুদ্দুস আলী মামলা নং ৪৭৮/২২,ধর্মচাকি গ্রামের মৃত রহিমের ছেলে মো: নিজাম উদ্দিন মামলা নং ১/২৩,ধর্মচাকি গ্রামের জফের উদ্দিনের ছেলে মো: আজিজুর রহমান মামলা নং ০১/২৩।

এছাড়াও অনান্য মামলায় দুইজন মানিকদিয়া গ্রামের আজিজুল ইসলামের ছেলে মো: মোমিনুল ইসলাম মামলা নং ২৫(১২)২২,আযান (দক্ষিণ পাড়া) গ্রামের মো: ইয়ারুলের ছেলে মো: মিঠুন হোসেন মামলা নং ৩৫(১)২৩ কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নির্দেশে একাধিক টিম অভিযানে অংশ নেন। গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে ।

সদর উপজেলা জামায়াতের আমির ও বুড়িপোতা ইউনিয়ন আমির গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর উপজেলার কামদেবপুর থেকে উপজেলা জামায়াতের আমির সোহেল রানা ও রাধাকান্তপুর থেকে বুড়িপোতা ইউনিয়ন জামায়াতের আমির হামিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার সকালে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল নিজ নিজ গ্রাম থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
সোহেল রানা কামদেবপুর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে এবং হামিদুল ইসলাম রাধাকান্তপুর গ্রামের হানিফ মিয়ার ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি তদন্ত শেখ মইনুল ইসলাম জানান, গ্রেফতারকৃত জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে নাশকতার

মামলা চলমান রয়েছে। যার মামলা নম্বর-২২, তারিখ ১৪/০১/২০২৩ ইং। গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় ৪ টি চোরাই মটরসাইকেলসহ সংঘবদ্ধ চক্রের ২ জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৪ টি চোরাই মটরসাইকেলসহ সংঘবদ্ধ চক্রের ২ জনকে গ্রেফতার করেছে।উদ্ধার করেছে ৪ টি মটরসাইকেল।

জানাগেছে বুধবার ভোরের দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান কাজলের নেতৃত্বে। চুয়াডাঙ্গা সদর থানার এস আই হাসানুজ্জামান, সিন্দুরিয়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই মাজহারুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযানে ০৪টি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার এবং সংঘবদ্ধ চোর চক্রের ০২ (দুই) জনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামি আলমডাঙ্গা থানার বকশিপুর মাঝেরপাড়া,গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে সাইফুল ইসলাম (২৬)কে গ্রেফতার করে। সাইফুল ইসলামকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানাধীন বকশিপুর, হাউসপুর সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে।

গ্রেফতারকৃত আসামী সাইফুল ইসলামের স্বীকারোক্তি মতে সংঘবদ্ধ দলের আরেক সদস্য একই গ্রামের স্কুলপাড়ার আব্দুল গনির ছেলে ইমরান(২০) কে গ্রেফতার করে।উক্ত আসামীদ্বয়ের স্বীকারোক্তি ও দেখানো মতে ২টি পালসার, ডিসকভারি ১টি ১২৫ সিসি, ০১ টি টিভিএস ১১০ সিসি এবং ০১ টি ডায়াং ৮০ সিসি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।

আসামিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, আরো চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার সহ মোটরসাইকেল চোর চক্রের অন্যান্য সদস্যদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত আছে।গতকালই তাদের দুইজনকে

চুরি মামলাসহ সদর থানা পুলিশ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজত প্রেরন করেছে।

আলমডাঙ্গায় ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি জিয়া গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় গ্রেফতারি পরোয়ানাসহ ৬মাসের সাজাপ্রাপ্ত ও অর্থ দণ্ডিত পলাতক আসামি জিয়াউর রহমান জিয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।

জিয়াউর রহমান উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া গ্রামের আইজেল হকের ছেলে।

আলমডাঙ্গা থানা সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা জিয়াউর রহমান। তার বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে জোরপূর্বক অস্ত্র দেখিয়ে চাঁদাদাবি অভিযোগে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে মামলা দায়ের করেন।

ওই মামলায় জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে ৬ মাসের কারাদন্ড ও ২ লক্ষ টাকা জরিমানার আদেশ প্রদান করে আদালত । মামলার আদেশের পর দীর্ঘদিন পলাতক থাকে জিয়াউর। আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বাঁশবাড়িয়া নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপ-পরিদর্শক এসআই কামরুল ইসলাম জানান, ২০১৭ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলা ও যুগ্ম দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিজ্ঞ বিচারক প্রতারণামূলক অর্থ আত্মসাতের একটি মামলায় ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি মামলায় ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেন।

দর্শনা জয়নগর সীমান্তে ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার-৫,পলাতক ৭

চুয়াডঙ্গার দর্শনা জয়নগর সীমান্তে ভারতের ভৃখন্ডের ১শ গজ দৃরে বাংলাদেশের ৭৬/৪ এস পিলারের নিকট ফেনসিডিল নিয়ে চোরাচালানী দু গ্রপের সংঘর্ষে ৯২ বোতল ফেনসিডিলসহ ৫ জনকে আটক করেছে বিজিবি। গুরুতর আহত হয়েছে দুই গ্রপের মিনারুল ও আরিফসহ ২জন। মিনারুল গুরুতর আহত হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে।

শনিবার (২১ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে জয়নগর সীমান্তের ন্যাড়া বটতলা নামকস্থানে এ ঘটনা ঘটে।

বিজিবি সৃত্রে জানাগেছে শনিবার ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে জয়নগর সীমান্তের ৭৬/৪-এস এর নিকট জয়নগর ন্যাড়া বটতলা এলাকায় চোরাকারবারী দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারি সংঘটিত হচ্ছে। এমন খবর পেয়ে ৬ বিজিবির দর্শনা আইসিপি’র কমান্ডার সুবেদার মোঃ নওশের আলী সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দ্রুত ঘটনাস্থলে গমন করে।

এ সময় বিজিবি ঘটনাস্থল থেকে চোরাচালানী জিয়ারুল ইসলাম এর নিকট হতে ৫০ বোতল এবং হাসমত আলীর নিকট হতে ৪২ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে।ঘটনাস্থল থেকে ফেনসিডিলসহ জিয়ারুল (২১), পিতা- ইজাজুল, মোঃ হাসমত আলী (৩৫), পিতা- মৃত আলামিন শেখ, মাহবুব (২৬), পিতা- দিল মোহাম্মদ, লাল্টু শেখ (৩৬), পিতা- আইয়ুব আলী, মিনারুল (২৩), পিতা- আজল, ৫ জনই দর্শনা পৌরসভার জয়নগর,গ্রামে বাড়ি।পলাতক হিসাবে মামলা হয়েছে ছাব্বির (১৯), পিতা, আক্তার, মজিদ (৩৮), পিতা- মৃত দাউদ, ইজাজুল (৪৫), পিতা-মৃত দাউদ, আরিফ (২৫), পিতা- হানিফ, আক্তার (৩০) পিতা-মৃত ভোলা সোহেল (২৫), পিতা- ফকির পলাশ, (৩২) পিতা- ছোট ফরিক,,উভায়ের বাড়ি জয়নগর ও সুলতানপুর গ্রামে।

এ ঘটনায় দর্শনা বিজিবির আইসিপি কমন্ডার নওশের আলী বাদি হয়ে আটককৃত ৫ জনসহ পলাতক হিসাবে ৭ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাপমলা দায়ের করেছে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির, ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন আমার থানায় এজাহার দিতে এসেছে কত

জনের নামে মামলা হয়েছে তা এজহার দেখে বলতে পারবো।তবে এ রিপোর্ট লেখা পযন্ত মামলার প্রস্ততি চলছে।